দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৭।৭।৮২ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম 4 ...

023

নার্সারী স্কুলের কথা

যদি ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা কম করেও ২০ লাখ এবং দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২ দশমিক ৫ ভাগ ধরা হয়, তাহলে এ শহরে প্রতি বছর ৫০ হাজার শিশু জন্মগ্রহণ করছে। নবাগত এই শিশুদের মধ্যে অর্ধেকের পিতা-মাতাদেরও যদি তাঁদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাবার সংগতি আছে বলে আমরা ধরে নিই, তবে ঢাকা শহরে প্রতি বছর অতিরিক্ত ২৫ হাজার শিশু শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করছে। প্রতি এক হাজার শিশুর জন্য যদি অন্তত একটি করে স্কুলের ব্যবস্থা করতে হয়, তা হলে এ শহরে প্রতি বছর অন্তত ২৫টি নতুন স্কুল স্থাপন করতে হবে। কিন্তু সরকারী উদ্যোগে এবং বেসরকারী উদ্যোগেও এটা কি সম্ভব? ১৯৮০-৮১ শিক্ষাবছরে সারাদেশে প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ছিল ৪৩,৯৩৬টি, ১৯৮১-৮২ শিক্ষাবছরে এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩,৯৩৭টিতে।

প্রতি বছর হাজার হাজার নতুন শিশু শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশের জন্য পথ খুঁজছে অথচ অর্থাভাবে বা অন্য যে কোন কারণেই হোক রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নতুন স্কুল স্থাপিত হচ্ছে না; আর এই সুযোগটাই নিচ্ছেন দেশের বিশেষ করে শহরাঞ্চলের কিছু স্কুল-ব্যবসায়ী। শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে স্কুল একেবারেই স্থাপিত হচ্ছে না সবই হচ্ছে ব্যবসায়ী মনোভাব থেকে, তা অবশ্য নয়।

নার্সারী স্কুলগুলোতে উচ্চ হারে বেতন নেয়া হয় এ অভিযোগ বর্তমানে বেশ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আইন করে যদি এসব নার্সারীতে উচ্চ হারে বেতন নেয়া বন্ধ করে দেয়া হয়, তবে এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মাঝে শিক্ষার আলোক ছড়িয়ে দিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে তোলার উদ্দেশ্যই শুধু নয়—বরং বলা যায় ব্যবসার উদ্দেশ্যেও এই স্কুলগুলো স্থাপিত হয়েছে দু'য়েকটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম যে রয়েছে তা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না। তবুও বাস্তব ব্যাপার এই যে স্কুল চালাতে গিয়ে যদি মুনাফাই না হয় তবে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে এই ব্যবসায়িক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গুটিয়ে নেয়া হবে। সুতরাং সরকারীভাবে পর্যাপ্ত স্কুলের ব্যবস্থা করার আগেই যদি নার্সারী স্কুলগুলো উঠে যায়, তখন আমাদের মনে পড়বে নাই মামার চাইতে কানা মামাগুলো ভালো ছিল। আর এতে শিক্ষা সমস্যাও বাড়বে।

সরকার যদি প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শহরাঞ্চলে (সেই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলেও অবশ্যই) পর্যাপ্ত স্কুল গ্রামাঞ্চলেও অবশ্যই) পর্যাপ্ত স্কুল স্থাপন করেন এবং ঐসব স্কুলে প্রদত্ত শিক্ষার মান সন্তোষজনক হয়, তাহলে এই ব্যবসায়িক স্কুলগুলো আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু পূর্বাহ্নে বিকল্প ব্যবস্থা না করে এগুলোর বিলুপ্তি সাধন করা হলে শহরের শিক্ষা সংকট বাড়বে।

উচ্চহারে বেতন নেয়া সম্পর্কে বলা যায়, নার্সারীগুলোতে সন্তানদের ভর্তি করার জন্য কাউকে বাধ্য করা হয় না। সুতরাং উচ্চহারে বেতন দেয়ার জন্য এগুলোতে শিশুদের ভর্তি না করলেই আপনা থেকেই এই প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। অবশ্য বাস্তব অবস্থা এই যে বেশি বেতন দিয়ে এসব স্কুলে শিশুদের পড়ানোর মতো লোকেরও অভাব নেই। বেতন কম হলে বরং স্কুলের মান সম্পর্কেই খারাপ ধারণা জন্মায়।

প্রসঙ্গক্রমে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলা যেতে পারে। কোন এক ব্যক্তি একটি নার্সারী স্কুল খুলে বেতন ধার্য করেছিলেন ৬০ টাকা, মাত্র কয়েকজন ছাত্র তিনি পেলেন। পিতা-মাতারা তাঁদের সন্তানদের ঐ স্কুলে ভর্তি করতে এসে বেতনের অঙ্কের কথা শুনেই চলে যেতেন। শেষে বেতন বাড়িয়ে করা হলো একশ টাকা। এবার আর ছাত্র-ছাত্রীর অভাব হলো না, অনেকেই উচ্চ বেতনের স্কুলগুলোতে সন্তানদের পাঠান কেবল নিজেদের সামাজিক স্ট্যাটাস বৃদ্ধির জন্য সন্তানদের স্কুলের বেতন যত অধিক সমাজে পিতা-মাতাদের স্ট্যাটাসও যেন তত অধিক। এই মনোভাব দূর না হলে সমস্যা থেকেই যাবে।

নার্সারী স্কুলগুলোর কিছু সুবিধাও রয়েছে। এগুলো পাড়ায় পাড়ায় গড়ে ওঠায় মায়েরা সহজেই তাঁদের বাচ্চাদের স্কুলে আনা-নেয়া করতে পারেন। এক্ষেত্রে যাতায়াত খরচ ও সেই সঙ্গে সময়ও বেঁচে যায়। উচ্চহারের বেতন যাতায়াত খরচ বাঁচিয়ে পুষিয়ে নেয়া যায়; বিশেষ করে পেট্রোলের দাম ও রিকশা-ভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কাছের স্কুলে প্রবণতা স্বভাবতই বেড়েছে।

নার্সারী স্কুলগুলোর উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই থাকা উচিৎ, সেব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান রক্ষিত হচ্ছে কিনা, রাষ্ট্র নির্দেশিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয় কিনা এবং স্কুলের পরিবেশ [illegible] কিনা, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ অবশ্যই এগুলোর উপর কঠোর দৃষ্টি রাখবেন। কারণ আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক, সুতরাং এদেরকে উপযুক্ত নাগরিক রূপে গড়ে তোলা রাষ্ট্রের অন্যতম একটি প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

—ফারুক হাসান